**জাতীয় যুব দিবস ২০১৩ উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা, শুক্রবার, ১৭ কার্তিক ১৪২০, ০১ নভেম্বর ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

প্রিয় যুব সমাজ,

উপস্থিত সুধিবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম।

জাতীয় যুব দিবসের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ‘প্রশিক্ষিত যুবশক্তি, উন্নয়নের দৃঢ় ভিত্তি' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে। দেশের যুব সমাজ এ প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে দেশ ও জাতির উন্নয়নে আরও অবদান রাখবে - এ প্রত্যাশা করছি।

সুধিমন্ডলী,

যুব সমাজের দুর্বার কর্মস্পৃহা, অদম্য মনোবল যেকোন অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। তাঁরাই পারে একটি দেশের অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনীতির ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আনতে। দেশের আর্থ-সামজিক উন্নয়নের পাশাপাশি সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আমাদের সাহসী যুবসমাজের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে, ৫২'র ভাষা আন্দোলনে, ৬২'র শিক্ষা আন্দোলনে, ৬৬'র ছয়দফার সংগ্রামে, ৬৯'র গণঅভ্যুত্থানে, ৭১'র মহান মুক্তিযুদ্ধে, ৯০'র গণআন্দোলনে এবং ভোট ও ভাতের অধিকার আদায়ের প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে এ দেশের  যুবসমাজ আত্মত্যাগের যে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, জাতি তা চিরদিন স্মরণ করবে।

জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ এ যুবসমাজকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে না পারলে প্রকৃত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই আমরা যখনই সরকারে এসেছি যুবসমাজের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়েছি।

'৯৬ এর সরকারের সময়ে আমরা সকল জেলা ও উপজেলায় যুব কার্যক্রম সম্প্রসারিত করি। এর স্থাপনা নির্মাণ করি। ঋণ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করি। তখন সাভারের যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে খুব খারাপ অবস্থা ছিল। আমরা সেখানে ৫০টি ট্রেডে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলাম। সে সময় আমরা কর্মসংস্থান ব্যাংকের সৃষ্টি করি। কোন সহযোগী জামানত ছাড়াই ৫০ হাজার টাকা বেকার যুবকদের লোন প্রদান করি। এবার আমরা এই লোন ১ লক্ষ টাকায় উন্নীত করেছি।

সুধিবৃন্দ,

আমরা এবার সরকারে দায়িত্বে আসার পর দেশের যুবসমাজের কর্মসংস্থান ও উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি। দেশের ৬৪টি জেলা ও ৪৭৬টি উপজেলার বেকার যুবদের উদ্বুদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণদান, প্রশিক্ষণোত্তর আত্মকর্মসংস্থান, ঋণ বিতরণ, দারিদ্র্য বিমোচনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এ পর্যন্ত ৪০ লাখ ৪৬ হাজারেরও বেশি যুব ও যুবমহিলাকে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। ঋণ বিতরণ করছে। প্রশিক্ষিত যুবক ও যুবমহিলাদের মধ্যে ১৯ লক্ষ ৯৪ হাজার ৯৬৫ জন আত্মকর্মী হয়ে নিজেদের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি অন্যান্য যুবদের কর্মসংস্থানের পথ সুগম করে দিয়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান মিলিয়ে আমরা প্রায় ২৮ হাজার কোটি টাকা যুব ঋণ বিতরণ করেছি। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে ৬৩ হাজার ১৫৬ জনের অস্থায়ী কর্মসংস্থান হয়েছে।

দেশের ২৯টি জেলায় বিদ্যমান যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ১১টি জেলায় নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। আমরা দেশের ৬৪টি জেলা ও ৪৭৬টি উপজেলার যুব উন্নয়ন কার্যালয়ে ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করেছি। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর দেশব্যাপী নেটওয়ার্কিং প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নসহ শিক্ষিত যুবক ও যুবমহিলাদের কম্পিউটার বিষয়ে প্রতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। ভ্রাম্যমান আইসিটি ভ্যানের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র বেকার যুবক ও যুবমহিলাদের জন্য ইন্টারনেট ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সুধিমন্ডলী,

বাংলাদেশ অপার সম্ভাবনার দেশ। আমাদের দেশটা ছোট হলেও আমাদের সম্পদের ঘাটতি নেই। আমাদের আছে ঊর্বর মাটি। অসংখ্য নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর এবং মেধাবী মানবসম্পদ।

জাতির পিতা বলতেন যে দেশের মাটিতে বীজ ফেললেই চারা গজায়, কিংবা পানিতে পোনা ছাড়লেই আপনা-আপনি মাছ বড় হয় সে দেশের মানুষ বেকার বা দরিদ্র থাকতে পারে না।

মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি পালন, গবাদিপশুর খামার স্থাপন, অর্থকরী ফসল চাষ, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পসহ আত্মকর্মসংস্থানে যুবক ও যুব মহিলাগণ বিভিন্ন উদ্যোগ নিতে পরে। সমবায়ের ভিত্তিতেও তারা এসকল উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে পারে। এর মাধ্যমে চাকুরির চেয়ে অনেক বেশি অর্থ আয় করা সম্ভব।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এসকল কাজে ঋণ দিচ্ছে। এছাড়া কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সাধারণ তফশীলী ব্যাংকের পাশাপাশি আমরা কর্মসংস্থান ব্যাংক, আনসার-ভিডিপি ব্যাংক স্থাপন করেছি। এসব ব্যাংক থেকে অত্যন্ত সহজ শর্তে যুবক ও যুবমহিলাদের ঋণ দেওয়া হয়।

অন্যের মুখাপেক্ষী না থেকে, একটা চাকুরির আশায় দ্বারে দ্বারে ধরণা না দিয়ে নিজেদেরকে উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত করতে পারেন। তাতে নিজেদের যেমন উন্নতি হবে, তেমনি দেশের উন্নতি হবে। একজন সফল আত্মকর্মী যুবক ও যুব মহিলা মাসে লক্ষাধিক টাকা আয় করছেন যা বিদেশে গিয়েও রোজগার করা সম্ভব নয়। এটি অন্যান্যদের জন্য অনুকরনীয়। আজ যাঁরা জাতীয় যুব পুরস্কার ২০১৩ পাচ্ছেন, তাদেরকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। তারা নিজেদের প্রকল্পের উন্নয়নের পাশাপাশি গ্রামের দরিদ্র মানুষের উন্নয়নে এবং বেকার যুবক ও যুবমহিলাদের স্বকর্মে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাবেন - এ প্রত্যাশা করি।

আমাদের যুব সমাজের একটা অংশ অনেক সময় মাদকাশক্তিসহ নানা সমাজবিরোধী কর্মকান্ডে যুক্ত হয়ে পড়ে। এটা খুবই হতাশাব্যঞ্জক। এ ক্ষেত্রে শুধু যুবসমাজের উপর দোষ চাপালেই চলবে না, তাঁদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করার দায়িত্ব প্রতিটি অভিভাবকের। তাঁদেরকে আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রকৃত ইতিহাস, আমাদের হাজার বছরের পারিবারিক বন্ধন, মূল্যবোধ এসব বিষয়ে সম্যক ধারণা দিতে হবে। সচেতন করে গড়ে তুলতে হবে। একজন সচেতন যুবক বা যুবমহিলা কখনই বিপথে যেতে পারে না।

সুধিবৃন্দ,

বাংলাদেশ সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ব মন্দা সত্বেও আমরা প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশের উপরে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছি। ২০০৫ সালে দেশের ৪০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করত। এখন তা ২৬ শতাংশে নেমে এসেছে। ৫ কোটি দরিদ্র মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য আমরা সাউথ-সাউথ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছি।

সরকারি-বেসরকারি খাত মিলিয়ে দেশে ৮০ লাখেরও বেশী মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে। মাথাপিছু আয় ২০০৮ সালে ছিল ৬৩০ ডলার। এখন তা বেড়ে ১ হাজার ৪৪ ডলারে উন্নীত হয়েছে। তখন রিজার্ভ ৩ বিলিয়ন ডলারও ছিল না। আর এখন রিজার্ভ ১৭ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে।

আমরা বিগত সাড়ে ৪ বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৯ হাজার ৭১৩ মেগাওয়াটে উন্নীত করেছি। শীঘ্রই তা ১০,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করা হবে। যা আমাদের দায়িত্ব গ্রহণের সময়ের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি। ২০০৯ সালে আমাদের দায়িত্ব নেওয়ার সময় বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল মাত্র দৈনিক ৩ হাজার ২০০ মেগাওয়াট। আজ ৬ হাজার ৬৭৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে।

আমাদের লক্ষ্য হল স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে ২০২১ সাল নাগাদ এদেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা। এজন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, তথ্য যোগাযোগ, নারীর ক্ষমতায়নসহ সকল ক্ষেত্রে আমাদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন অর্জন করতে হবে।

যুব ভাই ও বোনেরা,

আমি আশা করি দেশের যুবসমাজ নৈতিকতা, সততা, দেশপ্রেম, মানবতাবোধের আদর্শ বুকে ধারণ করে দেশ গড়ার মহান কাজে আত্মনিয়োগ করবে। বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে মর্যাদাপূর্ণ আসনে তুলে ধরবে।

দলীয়, ব্যক্তি স্বার্থে, হীন উদ্দেশ্যে দেশের যুব সমাজকে যাতে কোন অপশক্তি বিপথে ঠেলে দিতে না পারে সেদিকে আমাদের সকলকে খেয়াল রাখতে হবে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা গড়ে তোলা। সোনার বাংলা গড়ার কাজ তিনি শুরু করে গেলেও তা শেষ করে যেতে পারেননি। আজ এদেশের যুবদের সামনে সময় এসেছে জাতির পিতার সেই রেখে যাওয়া অসমাপ্ত কাজ শেষ করার।

ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত আধুনিক, অসাম্প্রদায়িক উন্নত বাংলাদেশ গড়ার প্রধান শক্তি আমাদের যুব সমাজ। আমি এ যুব সমাজকে তাঁদের সর্বশক্তি নিয়ে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার মহান কাজে আত্মনিয়োগ করার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি জাতীয় যুবদিবস ২০১৩ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।